গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৬
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moca.gov.bd

প্রত্নস্থলে চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণ নির্দেশিকা-২০১৯

দেশের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাসমূহে জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠান আলোকচিত্র গ্রহণ ও চিত্রায়ণের জন্য আগ্রহী হন। কিন্তু, এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা/নির্দেশিকা না থাকায় স্থানীয় পর্যায়ে অলিখিতভাবে নির্ধারিত ফি'র ভিত্তিতে চিত্রায়ণ ও আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়। প্রত্নস্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা যথোপযুক্ত করার লক্ষ্যে এই বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

২। **নামকরণ** : এই নির্দেশিকা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন **'প্রত্নস্থলে চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণ নির্দেশিকা-২০১৯'** নামে অবহিত হবে।

৩। **উদ্দেশ্য** :

- বৃহত্তর জনগণের মধ্যে প্রত্নস্থল ও পুরাকীর্তির প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করা।
- প্রত্নস্থল ও পুরাকীর্তির চিত্রায়ন এবং আলোকচিত্র গ্রহণের বিদ্যমান পদ্ধতি সহজীকরণ।
- ফি'র বিনিময়ে চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

৪। **সংজ্ঞা** : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এই নির্দেশিকায় :

ক. 'আইন' অর্থ ১৯৬৮ সালের পুরাকীর্তি আইন (১৯৭৬ সালে সংশোধিত);

খ. 'সরকার' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণকারী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়;

গ. 'প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বা অধিদপ্তর' অর্থ ১৯৬৮ সালের পুরাকীর্তি আইন মোতাবেক গঠিত প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর অধিদপ্তর যা পরবর্তীতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর নামে নামকরণ করা হয়;

ঘ. 'মহাপরিচালক' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত মহাপরিচালক;

ঙ. 'প্রধান কার্যালয়' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়;

চ. 'জাদুঘর' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন জাদুঘরসমূহ;

ছ. 'স্থাপনা' অর্থ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা, জাদুঘর, পুরাকীর্তি ও পুরাকীর্তি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধীন স্থাপনাসমূহ;

জ. 'আঞ্চলিক পরিচালক' অর্থ অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ে কর্মরত আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা;

ঝ. 'কাস্টোডিয়ান' অর্থ অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট জাদুঘর ও স্থাপনায় কাস্টোডিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা;

ঞ. 'চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণ' অর্থ এ নির্দেশিকা অনুসারে ফি'র বিনিময়ে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধারণকৃত চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণ;

ট. 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ;

ঠ. 'আবেদনকারী' অর্থ চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র গ্রহণ কাজে আগ্রহী সেই সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা নির্ধারিত সময়ের জন্য ফি প্রদান করে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছেন/ প্রাপ্ত হয়েছেন।

৫। বাস্তবায়ন এলাকা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত সকল এলাকায় এই নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।

৬। ব্যবস্থাপনা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সার্বিক নির্দেশনায় এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা বজায় রেখে এই নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।

ক. প্রধান কার্যালয় :

চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে ফি'র বিনিময়ে ব্যবহারের জন্য আগ্রহী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করবেন। আবেদন মহাপরিচালক পরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন করে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচালক ও কাস্টোডিয়ানকে নির্দেশনা প্রদান করবেন। ক্ষেত্রবিশেষে, আবেদন অনুমোদন প্রদানের জন্য সরকারের নিকট মতামতসহ অগ্রায়ণ করবেন।

খ. আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয় :

স্থানীয়ভাবে দাখিলকৃত সকল আবেদন গ্রহণ, নথিভুক্ত করা এবং অনুমোদনের জন্য দ্রুত প্রধান কার্যালয়ে অগ্রায়ণ করা।

গ. কাস্টোডিয়ান কার্যালয় :

১. স্থানীয়ভাবে দাখিলকৃত সকল আবেদন গ্রহণ, নথিভুক্ত করা এবং অনুমোদনের জন্য অধিদপ্তরে অগ্রায়ণ করা এবং আঞ্চলিক কর্মকর্তাকে অবহিত রাখা;

২. চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে ফি'র বিনিময়ে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের স্থাপনাসমূহ ব্যবহার বিষয়ে যাবতীয় প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

৩. ব্যবহার্য স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা;

৪. স্থাপনার স্বাভাবিক কার্যক্রম, নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বিঘ্নিত না করে ব্যবহারকারীদের সহযোগিতা প্রদান করা;

৫. চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণকালে করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে ব্যবহারকারীকে অবহিত করা।

৭। **বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য ভাড়া ও জামানতের হার :**

শ্রেণি	প্রত্নস্থলের বিবরণ	প্রস্তাবিত ভাড়ার হার	প্রস্তাবিত জামানতের হার
ক.	আলোকচিত্র গ্রহণ ও চিত্রায়নের জন্য নিম্নোক্ত স্থানসমূহ: লালবাগ দূর্গ, বালিয়াটি জমিদার বাড়ি, পানাম সিটি, ইদ্রাকপুর দূর্গ, মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ি, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, তাজহাট জমিদার বাড়ি (রংপুর জাদুঘর), ময়নামতি শালবন বিহার, ষাটগম্বুজ মসজিদ।	প্রতি ঘন্টা ৩,০০০/-	প্রতি ঘন্টা ৬,০০০/-
খ.	ক শ্রেণিভুক্ত ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রত্নস্থল।	প্রতি ঘন্টা ২,০০০/-	প্রতি ঘন্টা ৪,০০০/-
গ.	বইপত্র বা সাময়িকীতে বা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপনের জন্য আলোকচিত্র (স্থির চিত্র) গ্রহণ	প্রতি ঘন্টা ২,০০০/-	প্রতি ঘন্টা ৪,০০০/-
ঘ.	রাত্রিকালীন আলোকচিত্র গ্রহণ ও চিত্রায়ন	দিনের দ্বিগুন হারে। তবে তা কোনক্রমেই রাত ১০টা অতিক্রম করবে না।	দিনের দ্বিগুন হারে

(ক) আলোকচিত্রকারীকে ভাড়ার এ হারের সাথে সরকার নির্ধারিতহারে ভ্যাট প্রদান করতে হবে।

(খ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কোন অনুষ্ঠানের জন্য এ ভাড়ার হার প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে না এমন ব্যক্তিগত/ দলগত আলোকচিত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে এ ভাড়ার হার প্রযোজ্য হবে না।

৮। **আনুষঙ্গিক সুবিধাদি গ্রহণ** : চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র গ্রহণের প্রয়োজনে অধিদপ্তরের আওতাধীন বিশ্রামাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ ইত্যাদি ব্যবহার করার জন্য প্রতিশিফট টাকা ৫০০/- (পাঁচশত) ও গাড়ী রাখার জায়গা (জীপ/ মাইক্রোবাস/ কার ১০০ টাকা, ট্রাক/বাস ১৫০ টাকা ও মোটর সাইকেল ৫০ টাকা প্রতি শিফট হারে) পরিশোধ সাপেক্ষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যাবে। এ টাকা মূল ভাড়ার অতিরিক্ত হিসেবে নগদ প্রদান করতে হবে।

৯। **নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ**: চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা নিরাপত্তাকর্মীর সাথে যোগাযোগ করে স্থাপনাসহ তাদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০। **ক্ষতিপূরণ** : আলোকচিত্র গ্রহণ বা চিত্রায়নকালে পুরাকীর্তি, বাগান বা সরকারী সম্পত্তির কোন ক্ষতি হলে ভাড়াগ্রহণকারীর জামানত থেকে তা সমন্বয় করা হবে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত জরিমানা ভাড়াগ্রহণকারী পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। ক্ষতিপূরণ জরিমানার পরিমাণ জামানতের চেয়ে বেশী হলে ভাড়াগ্রহণকারী অবশিষ্ট ক্ষতিপূরণ জমা দিতে বাধ্য থাকবেন। ক্ষতিপূরণ আদায়কল্পে সংশ্লিষ্ট স্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টোডিয়ান ভাড়াগ্রহণকারীর মালামাল আটক রাখতে পারবেন, যা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ সাপেক্ষে ভাড়াগ্রহণকারী ফেরত পাবেন।

১১। **পান্ডুলিপি অনুমোদন** : ভাড়াগ্রহণকারী প্রত্ননিদর্শনের কোন পরিচিতিমূলক চিত্রায়ন করলে তার পান্ডুলিপির ২(দুই) প্রস্থ অধিদপ্তরে জমা দিয়ে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করবেন।

১২। **আবেদনের নিয়মাবলী** : আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমোদন নিতে পারবেন:

ক. আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে।

খ. চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র (স্থিরচিত্র) গ্রহণ করতে হলে কমপক্ষে ১০ কার্যদিবস পূর্বে প্রধান কার্যালয়ে আবেদন করতে হবে। স্থানীয়ভাবে আবেদন করলে কমপক্ষে ১৪ কার্যদিবস পূর্বে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয়/কাস্টোডিয়ান কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাস্টোডিয়ান কার্যালয় আঞ্চলিক কার্যালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করে আবেদনটি মতামতসহ সরাসরি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। আঞ্চলিক কার্যালয় মূল আবেদন মতামতসহ অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনাকে লিখিতভাবে অবহিত রাখবে।

১৩। **অনুমোদন প্রদান** : আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্র প্রধান কার্যালয়ে পৌঁছার পর মহাপরিচালক তা পরীক্ষা করে অনুমোদন প্রদান করবেন (ক্ষেত্রবিশেষে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন।)

১৪। **ভাড়া জমাপ্রদান পদ্ধতি** : আবেদনকারীর আবেদন অনুমোদিত হলে ভাড়াগ্রহণকারী কর্তৃক সরকার নির্ধারিত হারে ভাড়া ও জামানতের অর্থ 'চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র তহবিল (সংশ্লিষ্ট জাদুঘর/সাইটের নাম), প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর' এর অনুকূলে পৃথক দু'টি ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার' এর মাধ্যমে কাস্টোডিয়ান কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। নগদ বা চেকের মাধ্যমে কোন অর্থ গ্রহণ করা হবে না। ফি জমা না দেয়া পর্যন্ত চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র গ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে না।

৩. প্রত্নস্থলে কোন প্রকার গর্ত করা যাবে না বা বাগান নষ্ট করা যাবে না।

৪. পুরাকীর্তি বা প্রত্নস্থলে কোন প্রকার সভা, সমাবেশ এবং রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদানমূলক কোন অনুষ্ঠান করা যাবে না।

৫. প্রত্নস্থলে কোন প্রকার ধুমপান করা যাবে না বা কোন ধরণের মাদকদ্রব্য গ্রহণ বা বহন করা যাবে না।

৬. চিত্রায়ন, ভিডিওচিত্র বা আলোকচিত্র গ্রহণকালে পুরাকীর্তি বা প্রত্নস্থাপনার কোন ধরণের বিকৃত রূপ ধারণ করা যাবে না।

৮. প্রত্নস্থলে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলা পরিচালনা করা যাবে না।

১৮। **তহবিল ব্যবস্থাপনা :** চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণ বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংশ্লিষ্ট কাস্টোডিয়ান এর তত্ত্বাবধানে তফসিলভুক্ত সরকারি ব্যাংক' এর নিকটতম শাখায় জমা দিতে হবে। আবেদনকারীর কার্যক্রম শেষে সরকারের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমাকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট' এর বিপরীতে টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বরাদ্দ বাতিলের আবেদন করা হলে কর্তনযোগ্য অর্থ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট টাকা আবেদনকারীকে চেকের মাধ্যমে ফেরত দেয়া হবে।

১৯। এই নির্দেশিকা 'সরকার কর্তৃক জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং সরকার প্রয়োজনে এই নির্দেশিকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন করতে পারবেন।

০৪/০৪/২০১৯

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
ভারপ্রাপ্ত সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়